দৈনিক খবর

তারিখ 13 AUG 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম

তহবিলের অভাবে সরকারের বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানা গেল। গত বুধবারের দৈনিক সংবাদে নিজস্ব প্রতিবেদকের লেখা 'সরকারী বয়স্ক-শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ' শিরোণামের উক্ত খবরে বলা হয়েছে, দেশের ১৬২০টি সরকারী বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ সরকারের বিভিন্নমুখী উন্নয়ন কর্মকান্ডের মধ্যে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম তথা গণশিক্ষা কার্যক্রম অন্যতম। প্রতিবেদক জানান, মূলতঃ অর্থাভাবে বয়স্ক শিক্ষা-কেন্দ্রগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। 'ডোনার' পাওয়া যাচ্ছে না, তাই এ সম্পর্কে প্রজেক্ট প্রফর্মা তৈরী সম্পন্ন হয়নি। মজার ব্যাপার হলো, বয়স্ক শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমটি বন্ধ হয়ে থাকলেও আজ পর্যন্তও তা প্রধানমন্ত্রীর গোচরে আনা হয়নি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে তেমন কিছু জানে না। উল্লেখ্য, সরকারী বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখতে বছরে মাত্র ১ কোটি ৬০ লাখ টাকা প্রয়োজন। প্রথম বছর এ পরিমাণ টাকাই লেগেছিল। কিন্তু ঐ টাকাও সংগ্রহ করতে পারছেন না বর্তমান সরকার।

আমরা সরকারী বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় এনে একে অব্যাহত রাখবার জোর দাবী জানাচ্ছি। সরকার নিজেও এ কার্যক্রমের গুরুত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু হালে এ ব্যাপারে অর্থাভাব কেনো ঘটেছে সেটি কেবল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাই বলতে পারবেন। এ কার্যক্রমে অর্থায়নের জন্যে 'ডোনার' কেনো পাওয়া যাচ্ছে না সেটিও আমাদের বুদ্ধির অগম্য। বিদেশী ডোনাররা আমাদের দেশের নানান প্রজেক্টে সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা এবং গণশিক্ষা বিস্তার খাতে বিদেশী ডোনাররা সাহায্য দিতে আগ্রহী বলে আমরা জানি। শুধু বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেই তাদের আপত্তি। কারণ আমাদের মতো কৃষিভিত্তিক দেশ শিল্পে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করলে তখন উন্নত দেশগুলোর শিল্পপণ্য বিক্রির বাজার সংকুচিত হয়ে পড়বে। তাই আমাদের দেশে বড় বড় শিল্প কারখানা গড়ে উঠুক এটা বিদেশীদের কাম্য নয়। কিন্তু কৃষিভিত্তিক সমাজে চিকিৎসা, পরিবার পরিকল্পনা এবং জনশিক্ষা বিস্তার সংক্রান্ত কর্মসূচীতে ডোনাররা সব সময়ই সাহায্য দিয়ে এসেছে এবং এখনও দিতে আগ্রহী। এতদসত্ত্বেও বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখতে অর্থাভাব ঘটবার মূলে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না।

যে দেশের শতকরা ৭৫ ভাগেরও বেশী মানুষ নিরক্ষর, সেখানে গণশিক্ষা বা বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখার গুরুত্ব ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। জাতীয় কল্যাণ ও আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির স্বার্থে নবীন প্রজন্মসহ নিরক্ষর বয়স্তস্কদেরকেও শিক্ষিত করে তোলা অপরিহার্য। সরকারী বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমকে চালু রাখাসহ এ প্রকল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করেই জাতীয় অগ্রগতিকে সুগম করা সম্ভব। সরকার নিজেও এ কর্মসূচীর গুরুত্ব স্বীকার করেন। তাই সরকারী বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখবার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের উদ্যোগ নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যত্নবান হবেন এটি একান্তই কাম্য।